২৬/৮/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১৬.....

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা ভার্সিটিতে ছাত্রদলের ধর্মঘট স্থগিত ॥ ১৫ দিন পর আজ পুনরায় ক্লাস শুরু

দুই প্রধান ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের ফলপ্রসূ আলোচনা

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ১৫ দিন লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের পর ছাত্রদল গতকাল রবিবার ধর্মঘট স্থগিত করিয়াছে। আজ সোমবার হইতে পুনরায় সকল বিভাগের ক্লাসসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হইতেছে। বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের আবাসিক হলগুলিতে আগামী ৭ দিনের মধ্যে উঠাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে ছাত্রদল ধর্মঘট স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইহার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট হইতে পরীক্ষা যথারীতি শুরু হইবে। ছাত্রদল গত ২৯শে জুলাই হইতে সহঅবস্থানসহ অন্যান্য দাবীতে ধর্মঘট শুরু করে।

গতকাল বেলা আড়াইটায় প্রশাসনিক ভবনে ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটে গঠিত ৮ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সঙ্গে ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ একসঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় গত ৫ বৎসরে আবাসিক হল হইতে বিতাড়িত ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের আগামী ৭ দিনের মধ্যে হলে উঠানো হইবে। বিশেষ করিয়া গত ১৬ই জুন নারায়ণগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের পর হল হইতে বিতাড়িতদের দুই-একদিনের মধ্যে এফ রহমান এবং শহীদুল্লাহ হলে উঠানো হইবে। বৈঠকের পর ছাত্রদল এক সংবাদ সম্মেলনে ধর্মঘট স্থগিত করার ঘোষণা দেয়। মধুর কেন্টিনে সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবীকে যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া মানিয়া নিয়াছে এবং ৭ দিনের মধ্যে আমাদের সংগঠনের বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে আমাদের কর্মসূচী স্থগিত করিয়াছি। যদি ৭ দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আমাদের দাবী বাস্তবায়ন না

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটিতে

(১ম পৃঃ পর)

করে তবে আবার ধর্মঘটের ডাক দিব। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন লাল্টু, মঞ্জুর এলাহী, মোশাররফ হোসেন, মনির হোসেন, মোস্তাফিজুল ইসলাম মামুন, আসাদুজ্জামান আসাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের সংবাদ সম্মেলনের পর পরই ছাত্রলীগ সংবাদ সম্মেলন করে। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, অবশেষে ছাত্রদল নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছে। তাহাদের দাবী সঠিক ছিল না। ধর্মঘট প্রত্যাহারের মাধ্যমে ছাত্রদল শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বলেন, স্বাধীনতা বিরোধী চক্র জামায়াত-শিবিরকে ছাত্রদল যদি ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায় তবে ছাত্রলীগ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়া প্রতিরোধ করিবে। জামায়াত-শিবির আমাদের জীবনের জন্য হুমকি। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ ছাত্রদলের এই পদক্ষেপকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, বৈধ ছাত্ররাই হলে থাকিবে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য ছাত্রলীগ যে কোন ধরনের ত্যাগে প্রস্তুত রহিয়াছে। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী, সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, সাইফুদ্দীন নাসির, প্রশান্ত বড়য়া, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, বেগ শাহীন জাহান, এ কে এম আজিম উপস্থিত ছিলেন। ছাত্রদলের ধর্মঘট প্রত্যাহারের পর ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী তাহার অনুভূতি ব্যক্ত করিয়া বলেন, ভাল লাগিতেছে। দুই ছাত্র সংগঠনই সহনশীলতা প্রদর্শন করিয়াছে। কয়েকদিনের মধ্যে ছাত্রদলের বৈধ ছাত্রদের হলে তুলিয়া দেওয়া হইবে। প্রক্রিয়ার জন্য যা সময় লাগে। এদিকে ক্যাম্পাসের হলগুলি হইতে অস্ত্র উদ্ধার এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবীতে ছাত্র ফেডারেশন গতকাল ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করিয়াছে।